**আখের পোকা দমন ব্যবস্থাপনা**

**মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)**

মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ) মাসে ইক্ষুর জমিতে সাধারণত ৬ টি পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

যেমনঃ ডগার মাজরা পোকা, গোড়ার মাজরা পোকা, কান্ডের মাজরা পোকা, পাইরিলা হপার, পশমী জাব পোকা এবং থ্রিপস।

**ডগার মাজরা পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে।

২। সঠিক মাত্রায় সার প্রয়োগ (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল অনুযায়ী)

৩। হাত দিয়ে ডগার মাজরা পোকার মথ সংগ্রহ করে এবং হাসুয়ার সাহায্যে সামান্য পাতাসহ ডিমের গাদা কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

৪। পোকা আক্রান্ত গাছ প্রায় গোড়ার কাছ থেকে কেটে জড়ো করে পোকাসহ মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

৫। কীটনাশক প্রয়োগঃ কীটনাশকের সাহায্যে ডগার মাজরা পোকা দমনের জন্য আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে নালার মধ্যে দানাদার কীটনাশক কার্বোফুরান জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ ফুরাডান ৫জি, ব্রিফার ৫জি এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি অথবা ফাইপ্রোনিল জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ গুলি ৩জিআর, কেলিভার ৩জিআর এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয়। মাটি ভেজা না থাকলে সেচ দিতে হবে।

**গোড়ার মাজরা পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে।

২। আক্রান্ত গাছ মাটির নীচ থেকে পোকাসহ উঠিয়ে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

৩। সেচ দিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত ৫/৭ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪। কীটনাশকের সাহায্যে গোড়ার মাজরা পোকা দমনের জন্য ক্লোরপাইরিফস জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ পাইরিবান ১৫জি, নকোবান ১৫জি এবং তানপুরা ১৫ জি এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি আখের সারির উভয় পাশে অগভীর নালা কেটে গাছের গোড়ায় ও নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটিতে জোঁ থাকতে হবে। মাটি ভেজা না থাকলে সেচ দিতে হবে।

**কান্ডের মাজরা পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। প্রাথমিক আক্রান্ত গাছ পোকাসহ কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। কান্ডের মাজরা পোকা দমনের জন্য ডিম্ব পরজীবী বোলতা *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিস* প্রতি সপ্তাহে হেক্টর প্রতি ৫০,০০০ অবমুক্ত করতে হবে।

**হোয়াইট গ্রাব পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। হোয়াইট গ্রাবের পূর্ণাঙ্গ (বিটল) রাতে আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি গাছে আশ্রয় নেয়। হাত জাল/আলো ফাঁদের সাহায্যে সেগুলো সংগ্রহ করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। সেচ দিয়ে আক্রান্ত ক্ষেত ৫/৭ দিন পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৩। কীটনাশক প্রয়োগঃ কীটনাশকের সাহায্যে হোয়াইট গ্রাব দমনের জন্য কার্বোফুরান জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ ফুরাডান ৫জি, বিফার ৫জি এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ৪০ কেজি অথবা ক্লোরপাইরিফস জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ নকবান ১৫জি, পাইরিবান ১৫জি এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ১৫ কেজি অথবা ফাইপ্রোনিল জাতীয় দানাদার কীটনাশক যেমনঃ ক্যালিভার ৩ জিআর, গুলি ৩জিআর এর যেকোন একটি হেক্টর প্রতি ৩৩.৩৩ কেজি গাছের গোড়ায় ও নালায় ছিটিয়ে প্রয়োগ করার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মাটি ভেজা থাকা বাঞ্ছনীয়। মাটি ভেজা না থাকলে সেচ দিতে হবে।

**পাইরিলা লিফ হপার পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। পাতাসহ ডিমের গাদা কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। হাত জাল ও টানা জাল দিয়ে নিম্ফ ও পূণাঙ্গ ফড়িংগুলো সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।

**পশমী জাব পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। প্রাথমিক আক্রান্ত গাছগুলো কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।

২। হাতে নেকড়া পেচিয়ে আক্রান্ত গাছে পূর্ণাঙ্গ এবং নিম্ফ উভয়ই পিসে মেরে ফেলতে হবে।

**থ্রিপস পোকার দমন ব্যবস্থাপনাঃ**

১। আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো কেটে জড়ো করে মাটির নীচে পুতে ধ্বংস করতে হবে।